দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

21

শিক্ষাঙ্গনে

সম্বর্ধনা এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী

এবারের এসএসসি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্তদের সম্বর্ধনা দেয়ার জন্য মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। বর্তমান সরকার যে মেধার লালন ও বিকাশে অত্যন্ত আন্তরিক ভূমিকা পালনে প্রত্যাশী তা এ সম্বর্ধনা থেকে প্রতীয়মান হয়। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের এ সম্মান দেয়ার জন্য শুধু ছাত্র সমাজই নয় দেশের জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তি মাত্রেই আনন্দিত। এ সম্বর্ধনার ফলশ্রুতিতে সম্বর্ধিতরা যেমন উচ্চ শিক্ষা আহরণের ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত হবেন তেমনি অন্যান্য বিভাগে যারা পাস করেছেন তারাও আগামীতে বিভিন্ন পরীক্ষায় অধিকতর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সচেষ্ট হবেন। অতএব প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর মানসে এ সম্বর্ধনার গুরুত্ব অপরিসীম।

আমাদের দেশে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষা হিসেবে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় কোরান-হাদীস ব্যতিরেকে যে বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা স্কুল-কলেজের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ থেকে ব্যতিক্রম নয়। এসএসসি পরীক্ষার্থীদেরকে যেসব বিষয়সমূহের উপর পরীক্ষা দিতে হয়, দাখিল পরীক্ষার্থীদেরকেও অনুরূপ বিষয়সমূহের ওপর পরীক্ষা দিতে হয়।

একজন এসএসসি পরীক্ষার্থীকে কৃতিত্বের সাথে পাস করতে হলে যেরূপ কঠোর সাধনা করতে হয়, তদ্রূপ কঠোর সাধনার ফসলস্বরূপ একজন দাখিল পরীক্ষার্থীকেও কৃতিত্বের সাথে পাস করতে সমর্থ হন। অধিকন্তু তাকে কোরান-হাদীসের ওপরও পরীক্ষা দিতে হয়। এমতাবস্থায় একএসসি পরীক্ষায় কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে যদি সম্বর্ধনা দেয়া যায়, তাহলে এর সমমান দাখিল পরীক্ষায় কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সম্বর্ধনা দেয়া কি অযৌক্তিক হতে পারে? স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যারা মেধাবী ছাত্র তারা স্কুল-কলেজের হোক বা মাদ্রাসার হোক এরাই তো জাতির ভবিষ্যৎ, জাতির অহংকার।

তাই ন্যায়ের খাতিরে এবং প্রতিভা বিকাশের স্বার্থে যারা দাখিল পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন তাদের প্রতিভারও যথাযথ সম্মান দেয়া হোক। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারকে এ বিষয়টা গভীর সহানভূতির সাথে বিবেচনা করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখছি।

—সামসুল আলম সামসু।